যায়যায়দিন
১২ নভেম্বর ২০১১ শনিবার

সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যস্ফীতি

প্রফেসর ড. এম আজিজুর রহমান

Higher supply of goods and services and their equitable distribution and increasing the market competition can easily bring-down the prices of goods and services to an acceptable lever. Instead, we can see higher prices of goods and services and inflation as a reflection of market failure and lack of iffecient market intervention by the government.

যে কোনো অর্থনীতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশটির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের বেকার মানুষগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো ইত্যাদি। দেশের আয়-উন্নতির সুষমবণ্টন নিশ্চিতকরণ, জনগণের জীবনযাত্রামান উন্নীত করে দারিদ্র্য বিমোচন বা দূরীকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবন চলার পথ এবং সামাজিক আয়-উন্নতির ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের সুখ-ভোগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনয়নই হচ্ছে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির উদ্দেশ্য। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ের কারণে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎপাদনশীলতা কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতিকে আমাদের যতটুকু ভয় করা দরকার তার চেয়ে বেশি আমরা আতঙ্কিত হই কারণে-অকারণে বিভিন্ন ধরনের হইচই করে দেশের ভেতরে আমরা একটি কৃত্রিম সঙ্কটাপন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করি। এটা মোটেও কাম্য নয়।

২০০১-২০১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির অবকাঠামো গঠন ও গ্রহণ এবং তা প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। অনেক সময় বেশি যুক্তি দিতে গেলেই খোঁড়া যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে কত বড় ক্ষতিকারক হতে পারে তা নিয়ে আমরা একটুও ভাবি না। দাদার আমলে গুড় বিক্রি হতো প্রতি কেজি ১ পয়সা, বর্তমানে গুড়ের দাম ছয় হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রতি কেজি ৬০ টাকা। বাংলাদেশে একটি ক্যান কোক বিক্রয় হয় মাত্র ২৫ টাকা। আবার একই ক্যান কোক জাপানে বিক্রয় হয় পাঁচশত পঁচিশ টাকায়। একে বলে Demand-pill inflation। আয়, উন্নতি ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। জুজুরভয়ে মুরগির খাঁচায় লুকিয়ে থাকব এবং জীবনে কিছু অর্জন করতে পারব না, তা হবে না। তাতে যা হবে তা হলো- আমরা আরো বেশি দরিদ্র হব। সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে না খেয়ে থাকার দুর্ভাগ্য অর্জন করতে হতে পারে। এই ধরনের দর্শনের ওপর সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির গ্রহণ ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। GDP-এর প্রবৃদ্ধি ৬% আশা করা হচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবহ নয়। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে পারলে আমাদের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮% ভাগ বা তারও বেশি হতে পারে।

সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। আমাদের পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি ও বিভিন্ন ধরনের জনমত আলোচনায় সবচেয়ে যে বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি হইচই হয় তাহলো দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি এখনো দুই ডিজিটের নিচে। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে হা-হুতাশ করবার তেমন কিছু হয়নি। মুদ্রাস্ফীতি রোধের বিকল্প উপায়ন্তর জানার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি নিয়ে এবং টাকার সরবরাহ কমিয়ে দিতে পারলেই আমরা সাফল্যের সাথে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারব This thiking is too simplie to accept। যা মোটেই ঠিক নয়। টাকার সরবরাহ কমাতে গেলে উন্নয়নশীল এদেশের প্রবৃদ্ধি নাও হতে পারে। যা আমাদের জন্য ভালো নয়। প্রগতিশীল বাংলাদেশে কোনোমতেই সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের বৃহৎ স্বার্থে বিকল্প পদ্ধতি জানতে হবে। যেমন (১) Demand-pull inflation (২) Cost-push infltion ইত্যাদি। এছাড়াও বাজার অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাজার মূল্য সুনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুরুতেই বলা হয়েছে দিন দিন মানুষের জীবনমান ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। যেমন আবারো উল্লেখ্য আমার দাদার আমলে ১ পয়সা সের গুড় বর্তমানে চলছে ৬০ টাকা কেজি। একটি ক্যান কোকের দাম বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ টাকা। একই ক্যান কোক টোকিওতে বিক্রি হয় মাত্র ৫২৫ টাকায়। একেই বলে Demand-pull inflation। মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয়টি কারণটি হলো- Cost-push inflation। একদিকে জীবনযাত্রামান উন্নয়নের সাথে সাথে দিন দিন মুজরি ও বেতনভাতাদি বেড়ে চলছে। অন্যদিকে আলো, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের উপকরণগুলোর (factors of production) দাম বেড়ে চলছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের হার বেড়ে যাচ্ছে। এটাই হলো Cost-push inflation। তার ওপর রয়েছে বাজারে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণ ও অসম প্রতিযোগিত। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, সরকারি হস্তক্ষেপ ও বাজার নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সর্বসাক্যুলে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির ব্যর্থতা ইত্যাদি। Abnomal profit অর্জন সাপেক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়গোষ্ঠীর বা তাদের আলাদাভাবে বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে বলা হয় মার্কেট সিন্ডিকেট। The main cause of infltion is market failure to control the market syndicate or unexpected collusion betwees large or smal sellers or the market agent. In addition, the inflation often gets complicated due to a lack of coordination between fiscal and monetary policy। তাছাড়া রাজস্ব বাজেটের সাথে মুদ্রানীতির সঠিক সমন্বয় কোনো সময় করা হয় না। সেটাও মূল্যস্ফীতির বাড়তি কারণ অন্যান্য সমস্যাগুলোর ভেতরে আরো একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিশ্বমন্দা। বিদেশিরা আগের মতো করে আমাদের পোশাক ও শ্রমশক্তি (manpower) কোনোটাট কিনতে চায় না। ফলে প্রচলিত অনুৎপাদনশীল পরিস্থিতির সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির হিতে বিপরীত হতে পারে। আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি চৌকস জনগণকে সম্পৃক্ত করে আর্থিকভাবে আমরা ভালোই করছি। তাই মুদ্রানীতি সঙ্কোচন না করে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আমরা আরো দ্রুতভাবে এগিয়ে যেতে পারব। সঙ্কুচিত মুদ্রানীতির পরিবর্তে বাজার নিয়ন্ত্রণের অনেক ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন Market collusion বন্ধ করতে পারলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশ ফিরে আসবে। বাজার মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুনিয়ন্ত্রিত হবে। আবারো উল্লেখ্য, Higher supply of goods and services and equitable distribution and increasing th market competition can easily bring-down the prices of goods and services to an acceptable lever, Instead, we can see higher prices of goods and services and inflation as a reflaection of market failure and lock of iffecient market intervention by the goverment। আমরা অবশ্যই সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি চাই না। প্রচলিত মুদ্রানীতি সম্প্রসারিত অর্থনীতির সাথে সমন্বয় করতে পারলে আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ ডিগ্রিপ্রাপ্ত লোকদের কাজে লাগিয়ে সর্বাঙ্গীনভাবে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারব। প্রচলিত মুদ্রানীতিতে আমাদের দ্রব্যাদি বিদেশিদের কাছে বড় মাত্রায় আকর্ষণীয়। মুদ্রা সরবরাহ বাড়ালে বিশ্ববাজারে আমাদের দ্রব্যসামগ্রীর স্থান আরো উর্ধ্বে উঠবে। আমেরিকা, চীন সরকারকে সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেয়। কারণ বিশ্ববাজারে চীনা দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়বে। ফলে বিশ্ববাজারে আমেরিকা লাভবান হবে। চীন সরকার আমেরিকান সরকারের এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বড়ই নাখোশ। বাজার অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশে শেয়ারবাজারের স্থিতিস্থাপকতার কথাও ভাবতে হবে। শেয়ারবাজারে সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি। Capital market এ share এর সরবরাহ বাড়িয়ে স্থিতিশীলতা আনয়ন সম্ভব। যার ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারি।

আমরা সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ না করে বাৎসরিক রাজস্ব বাজেটের সাথে প্রচলিত মুদ্রানীতির সুষ্ঠু সমন্বয় করে সঠিকভাবে একটি বাস্তবসম্মত সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। অবশ্যই আমরা সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করব না। আমাদের বাজার সিন্ডিকেট জাতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের স্বার্থে সরকারি কঠোর হস্তক্ষেপ। এতে বাজার মূল্য স্থিতিশীল হবে। বিকল্প উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি কমবে, তখন আর সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না।

আমরা সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ না করে বাৎসরিক রাজস্ব বাজেটের সাথে প্রচলিত মুদ্রানীতির সুষ্ঠু সমন্বয় করে সঠিকভাবে একটি বাস্তবসম্মত সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। অবশ্যই আমরা সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করব না। আমাদের বাজার সিন্ডিকেট জাতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের স্বার্থে সরকারি কঠোর হস্তক্ষেপ। এতে বাজার মূল্য স্থিতিশীল হবে। বিকল্প উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি কমবে, তখন আর সঙ্কুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না।

প্রফেসর ড. এম আজিজুর রহমান: উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি